বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এর সংক্ষিপ্ত জীবনী: ১৯২০-১৯৭৫

হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলার স্থপতি, বিশ্বের আপামর মুক্তিকামী জনতার কণ্ঠস্বর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৭ মার্চ ২০২০, মঙ্গলবার এই মহামানবের জন্মশত বার্ষিকী।

১. জন্ম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ১৭ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান, মা সায়েরা খাতুন। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তৃতীয়।

বাবা-মা এর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২. শিক্ষাজীবন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুল ও কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়াশুনা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস করেন।

৩. ব্যক্তিজীবন

১৯৩৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেগম ফজিলাতুনেসার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং তিন পুত্র শেখ জামাল, শেখ কামাল ও শেখ রাসেল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এর কন্যা শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন।

১৯৭২ সাল: নিজ পরিবার সদস্যবৃন্দের সাথে বঙ্গবন্ধু।

৪. রাজনৈতিক জীবন

১৯৪০: অল্পবয়স থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটতে থাকে। এ বছর তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন।

১৯৪৩: নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন ছেড়ে বঙ্গবন্ধু উদারপন্থি ও প্রগতিশীল সংগঠন বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন। এখানেই তিনি সান্নিধ্যে আসেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে বঙ্গবন্ধু।

১৯৪৮: ৪ জানুয়ারি তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন, যার মাধ্যমে তিনি উক্ত প্রদেশের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতায় পরিণত হন।

: ২৩ ফেব্রুয়ারি, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন গণ-পরিষদের অধিবেশনে বলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তাঁর এই মন্তব্যে সমগ্র পূর্ব প্যাকিস্তানে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদী শেখ মুজিব অবিলম্বে মুসলীম লীগের এই পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নেন।

: ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয় যাতে শেখ মুজিব 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এখান থেকেই 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

: ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিবসহ আরও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকে সচিবালয় ভবনের সামনের থেকে গ্রেফতার করা হয়।

: ১৫ মার্চ ছাত্র সমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে শেখ মুজিব ও অন্য ছাত্র নেতাদের মুক্তি দেয়া হয়।

১৯৪৯ : ২৩ জুন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ছেড়ে দেন।

১৯৫২ : ২৬ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা করেন, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। এ ঘোষণার পর জেলে থাকা সত্ত্বেও জেল থেকে নির্দেশনা দেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদকে পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আয়োজনে বঙ্গবন্ধু ভূমিকা রাখেন। এরপরই ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষার দাবী আদায়ের দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

: ১৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব জেল থেকে অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এ অনশন ১৩ দিন কার্যকর ছিল।

: ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার প্রশ্নে ছাত্র ধর্মঘট চূড়ান্ত রূপ নেয়।

: ২৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

১৯৫৩ : ০৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

: ১৪ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অন্যান্য দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৫৪ : ১০ মার্চ সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭ টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩ টিতে বিপুল ব্যবধানে বিজয় অর্জন করে যার মধ্যে ১৪৩টি আসনই আওয়ামী লীগ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের আসনে বিজয়ী হন।

: ১৫ মে বঙ্গবন্ধুকে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়।

: ২৯ মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার (প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী) যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দেয়। ৩০ মে বঙ্গবন্ধু করাচী থেকে ঢাকায় ফেরার পর বিমান বন্দর থেকেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

: ২৩ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৫ : ৫ জুন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

: ১৭ জুন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়।

: ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ : ১৬ সেপ্টেম্বর কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ- এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৬০ : বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য ছাত্র নের্তৃত্বের দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি মহকুমায় এবং থানায় নিউক্লিয়াস গঠন করেন।

১৯৬৪ : ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়।

১৯৬৬ : ০৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ।

: ০১ মার্চ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময় তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকা থেকে বারবার গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু এ বছরের প্রথম তিন মাসে আটবার গ্রেফতার হন।

জানুয়ারি ১৯৬৯: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গঠিত বিশেষ ট্রাইবুনালে নেওয়ার পথে বঙ্গবন্ধু।

১৯৬৮ : ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামী করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। এই মামলা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

১৯৬৯ : ৫ জানুয়ারি ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়।

: ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তি দানে বাধ্য হয়।

: ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লক্ষ ছাত্র জনতার এই সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

: ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তির পর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে মাওলানা ভাসানী সহ বঙ্গবন্ধু।

তিনি বলেন, "একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। .... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি--আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান' -এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।

১৯৭০ : ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে।

১৯৭১ : ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অনিদিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ০৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান।

: ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষনা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয়বাংলা'। ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।"

১৯৭১: ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ।

: ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবাব পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার।

: বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাত ১২ টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন: এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যা যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বায়ন জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

: ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ. হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন।

১৯৭১: ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা ও গ্রেফতার।

: ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়।

: ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

: ১৬ ডিসেম্বর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধ শেষে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে মহান বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ লাভ করে স্বাধীনতা।

১৯৭২ : ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়।
:১০ জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ঢাকায় পৌঁছালে তাঁকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লক্ষ জনতার সমাবেশ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

১৯৭২: ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সংবর্ধনা।

: ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
: ১০ অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরী' পুরস্কারে ভূষিত করেন।
: ৪ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ (৭ মার্চ ১৯৭৩) ঘোষণা করেন।
: ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।
: ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন।
: ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

১৯৭২: ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ।

১৯৭৩ :জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৩ আসন লাভ করে।
: ৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়।

১৯৭৩: অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নিরঙ্কুশ জয়লাভের পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২য় বার দায়িত্বভার গ্রহণ।

১৯৭৪ : ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।
: বঙ্গবন্ধু ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথমবারের মত বাংলায় ভাষণ দেন।

১৯৭৪: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ।

১৯৭৫ : ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ।
: ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় দলে যোগদানের জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি আহ্বায়ন জানান।

:১৫ আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে নিহত হন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুননেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল, পুত্র লে. শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুস্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধু ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল আহমেদ এবং ১৪ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ ১৬ জনকে ঘাতকরা হত্যা করে। বিদেশে থাকায় বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচে যান।
: ১৫ আগস্ট জাতির জীবনে এক কলঙ্কময় দিন। এই দিবসটি জাতীয় শোক দিবস হিসাবে বাঙালী জাতি পালন করে।

তথ্য সূত্রঃ
১. রহমান, শেখ মুজিবুর। অসমাপ্ত আত্মজীবনী। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ, পৃষ্ঠাঃ ২৯৩-৩০৩।
২. https://bn.wikipedia.org/wiki/শেখ_মুজিবুর_রহমান, তারিখঃ ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ।
৩. ... তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি) -এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের